৩রা নভেম্বর ও ৭ই নভেম্বর মুক্তিযোদ্ধা ও জেলহত্যা স্মরনে

বাংলাদেশের মুজিব নগর সরকার ও তাদের বিধান আমাদের অস্তিত্বের মাইল ফলক ।

হারুন রশীদ আজাদ

বাংলাদেশে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, এর ঘোষনা দেওয়া হয় ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ ।আর এই ঘোষনাটি জনগনের ইচ্ছার বর্হিপ্রকাশের মুলধন বিধায় , জনগনের ইচ্ছা আকাংখা প্রতিফলনকারিই হল জনপ্রতিনিধি ,এছাড়াও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চর্চাকারীরা হল রাজনীতিবিদ ।রাজনৈতিক ব্যাক্তি বিশেষের নেতৃত্বাধীন যে প্রতিষ্ঠান জনগণের অনুভুতিকে বুঝে তা রাজনীতিতে কাজে লাগাতে পারে জনগণ সেই নেতা বা প্রতিনিধির কাজে জীবন দিতেও কুন্ঠাবোধ করেনা । ৭১'র মুক্তিযুদ্ধ তার জলন্ত প্রমান ।রাষ্ট্রের কর্মচারিরা চাইলেও সেই আন্দোলনে শরীক হতে পারে তবে নেতৃত্ব দাবি করতে পারেনা কারন এধরনের আন্দোলন বা চিন্তাধারা, দিন , মাস , বছর কিংবা যুগেও সম্ভব হয়না । বিষয়টি জাতিয় ইস্যু । স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন ,যুদ্ধ , রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ক ,জাতির ভাগ্যও রাষ্ট্রীয় নীতি র্নিধারনীয় বিষয় ।

কোন ব্যাক্তি বা রাষ্ট্রের কর্মচারী একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের ঘোষনা দেওয়ার অর্থই হল দেশোদ্রোহিতা ! নির্ঘাত মৃত্যুর পথ !কারণ তার কোন নেতৃত্ব নাই !জন সমর্থন ছাড়া জাতিয় নেতৃত্বের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ছাড়া এমন কাজটির দাবিদার ও কেউ হতে পারেনা ।তাই যে প্রতিষ্ঠান বা রাজনৈতিক দল ও নেতা দীর্ঘদিন প্রক্রিয়াটির ক্ষেত্র তৈরী করেছিলেন তিনিই বৈধ প্রতিনিধি । তাছাড়া স্বাধীনতার ঘোষনার পুর্বমুর্হুত পর্যন্ত বংলাদেশই নয় সারা পাকিস্তানের জন প্রতিনিধিও তিনি এবং তার দল ছিল ।পাকিস্তানি সামরিক শাসকেরা ২৫শে মার্চ জিরো আওয়ারে ''অপারেশন সার্চলাইট ''কার্যকর করতে যাওয়াপথ বেছে নিতে গিয়েই পাকিস্তানীরা নিজ হাতে পাকিস্তানের কবর রচনা করেন । আর পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ঐ স্বাধীনরাষ্ট্রের ঘোষনাটি দিয়ে মৃত্যর বিনিময়ে প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান !আমার ধারনা জাতিরপিতা বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানিদের দ্বারা হত্যযজ্ঞের অপরাধটা পুঁজি করেই জাতিসংঘের ঘোষিত স্বাধীনতা ঘোষনার মাপকাঠি চর্তুথ অধ্যায়কে লংঘনকরার শক্তি ও সাহস পেয়েছিলেন !

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কিংবা অস্ত্রের যুদ্ধের চেয়ে বেশী গুরুত্ব হল জনসর্মথন, অস্ত্রশক্তি দিয়ে ধংস করা যায় দেশ ও জাতিকে জয় করা যায়না ।তাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অস্ত্রশক্তির উৎস চীন ও আমেরিকা আমাদের বিপক্ষে থাকলেও সারাবিশেব্ব কুটনৈতিক ও আর্ন্তজাতিক রাষ্ট্রীয় সর্মথন যার পুরুটা ছিল বঙ্গবন্ধুর পক্ষে । ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ দেশপিতা সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী বঙ্গন্ধু ছিলেন আইকন অফ রেব্যুলেশন এন্ড ওয়ার ।তখন থেকে মেঃ জেঃ জিয়া মৃত্যু পর্যন্ত ছিল একান্ত বাধ্যগত রাষ্ট্রীয় বেতন ভুক্ত সামরিক কর্মচারি মাত্র । দীর্ঘ একটি সংগ্রামে যার কোন অবদান ছিলনা আন্দোলনে সর্মথন ছিলনা যিনি ছিলেন রাষ্ট্রের বেতন ভুক্ত কর্মচারি সে কিভাবে স্বাধীনতার ঘোষক হবে ?

-জিয়া ৭১এ যুদ্ধও করেছেন প্রজাতন্ত্রের বেতনভুক্ত কর্মকর্তা হিসাবেই । স্বাধীন বাংলাদেশে দেশোদ্রোহি অবৈধ ভাবে প্রজাতন্ত্রের ক্ষমতা দখল করার অপরাধে রাষ্ট্রদ্রোহি জিয়া দেশের সেনাবাহিনীর মেরুদন্ড ভেংগেছেন । নিজের ক্ষমতাকে নিশ্চিত ও নিরাপদ রাখতে তেমনি দেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভেংগে চুড়মার করেগেছেন ।মওদুদতার লেখা বইতে বলেছেন'' জিয়াই চাঁদাবাজীর সপ্নদ্রষ্টা'' জাতিয় সংসদে সেই বইয়ের অংশবিশেষ বাবু সুরঞ্জিতসেন পড়েও শুনিয়েছিলেন মওদুদ আহমদকে । জিয়াকে এখানে উল্লেখ করতে হচ্ছে কারন জিয়া মৃত্যুর পুর্ব তার মনের বাসনা আই উইল ম্যাক পলিটিক্স ডিফিক্যাল্ট ফর পলিটিশিয়ান বাস্তবায়নে জিবন দিয়েছেন , জাতিকে বিভক্ত করেছেন । ৭১এর পরাজিত জাত শত্রুকে রাষ্ট্র শাসনে বসিয়ে ৩০লক্ষ শহীদের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে অবৈধ ক্ষমতার অহমিকা দেখিয়েছেন ।

-১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল গঠিত হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। সেই সরকার অত্যান্ত পরিপক্ক ভাবে বাংলাদেশের মাটিতে অস্থায়ি রাজধানী হিসাবে মেহের পুরের বৈদ্যনাথপুর কে বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানী ঘোষনা করে নাম দেন ''মুজিব নগর'' সেই রাজধানীতেই ১৭ই এপ্রিল বিপ্লবী বাংলাদেশ সরকারকে সপথ পাঠকরার মধ্যেদিয়ে স্বাধীনতার ঘোষনা ও অস্থায়ী সংবিধানিক ঘোষানকে আইনি রুপদেন নির্বাচিত ও জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে ।যা আমাদের অস্তিত্বের মাইল ফলক ! বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানী মুজিবনগর আজ ইতিহাসের ও আমাদের অস্তিত্বের চীর সত্য সাক্ষী ।

সেদিন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি তাজুদ্দিন আহমদ প্রধানমন্ত্রি , এম মুনসুর আলী অর্থমন্ত্রী এ এইচ এম কামরুজ্জামান , সুরাষ্ট্র ত্রান ও পুর্নবাসন মন্ত্রী, খন্দকার মোস্তাক আহমদকে আইন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী,আর বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী থাকায় উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি ও সর্বস্ত্র বাহিনীর সর্বাধীনায়ক হিসাবে সপথ গ্রহন করেন ।স্পীকার হিসাবে সপথ পাঠকরেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী । ১৯৭৫ এর ১৫ই আগষ্ট দেশপিতাকে হত্যার সাড়েতিন মাসের মাথায় কারাগারে বন্দী করে হত্যাকরাহয় মুক্তিযুদ্ধের সময়ের নেতৃত্ব দেওয়া সরকারের সব কজন মন্ত্রীকে ।পাকিস্তানের এজেন্ট খ্যাত মোস্তাককে পুতুল বানিয়ে এসবই করে পাকিস্তানি গোয়েন্দা বাহিনীর ভাড়াকরা খুঁনি চক্র ! ৭ই নভেম্বর কথিত বিপ্লব ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের সেনাবাহিনী থেকে নিশ্চিহ্ন করার পাক গোয়েন্দাদের নীল নকশা ! সেইদিনের হত্যাকান্ড ৭১এর রাজাকার আল বদরদের রাজনীতি পুর্নবাসনের উৎসব হিসাবে নাম দেয়াহয়েছে সিপাহি জনতার বিপ্লব । ঢাকাসেনা নিবাস ভিত্তিক সেনা বিদ্রোহকে ইতিহাসে কখনো বিপ্লব হিসাবে চালানো যাবেনা কারণ অস্ত্র আর পেশি শক্তির সব ধুঁয়ে মুঁছে ফেলেছে সত্যের ইতিহাস ।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর যুদ্ধে পরাজিত পাকিস্তান আত্মসর্মপন করলে সেই সরকারের ও আমাদের বন্ধুরাষ্ট্রের যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসর্মপন করে আর দেশের অভ্যন্তরে থাকা পাকিস্তানের পক্ষ সর্মথন কারিরা আজও সেই পরাজয়কে মেনে নিতে পারছেন না বলেই রাজনৈতিক কৌশলে ও গণতন্ত্রের সরল রেখাকে বাঁকা করে আমাদের অস্তিত্বের পিলারকে উপঁড়ে ফেলতে রাষ্ট্রক্ষমতা , সামরিক শক্তি , রাজনৈতিক চক্রান্ত ও ধর্মীয় অনুভুতি ব্যবহার করে রাষ্ট্রও সংবিধানকে ঝাকুনি দিয়েছে । কোন প্রতিষ্ঠানের স্তম্ভ তুলে নিলে যেমন প্রতিষ্ঠানটি নড়বড়ে হয়ে যায় তেমনি সামরিক শাসক মেঃ জেঃ জিয়া আমাদের সংবিধানকে নড়বড়ে করে রেখে গেছেন । আমাদের সংবিধানে সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে এই সংবিধান বহাল হওয়ার সাথে সাথে সংবিধানের সাথে অসামঞ্জস্য সকল আইন বাতিল বলিয়া গন্য হইবে , কিন্তু বিদেশী তাবেদারদের ও ৭১ এর যুদ্ধে পরাজিত পাকিস্তানকে খুশী করতে মেঃ জেঃ জিয়া রাষ্ট্রীয় সেনাশক্তিকে ব্যবহার করে জাতিয় ঐক্য ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সরাসরি আঘাত করেছেন ।

মেঃ জেঃ জিয়া ক্ষমতা দখল করে সংবিধানে সামরিক শাসন তথা মার্শাল কে পাকিস্তানী অনুকরণে ফরমান দ্বারা ১৭৫৭ সালের ''বৃটিশ ক্লোজএ্যাক্ট''কে সংবিধানে প্রবেশ করিয়েছেন দেশের শীর্ষ রাজাকার জিয়ার মনোনীত কথিত প্রধান শাহ আজীজজের পরামর্শে । লেঃ জেঃ হুসেন মোঃ এরশাদ ও অবিকল পন্থায় পুরানো বোতলে নতুন মদ ঢেলেছেন । মেঃ জেঃ জিয়ার ক্ষমতা দখল অবৈধ নাহলে এরশাদের ক্ষমতা কোন অবস্থায়ই অবৈধ হতে পারেনা ।১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্টে জাতির জনকের নেতৃত্বাধীন সরকারকে স্থায়ীভাবে সড়িয়ে দিয়ে হত্যার পর দেশী ও বিদেশী শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার এসিড টেষ্ট হিসাবে খন্দকার মোস্তাককে সামনে রেখে ইতিহাসের জগন্য হত্যার পরিকল্পনা হাতে নেয় খুনিরা ।

হত্যাকন্ডের পর অবস্থা নিয়ন্ত্রনাধিন বিবেচিত হলে রাষ্ট্র ক্ষমতার লোভে সেনাবাহিনীর উচ্চ পদে বিভক্তী প্রকাশ পায় ।ঐ বিভক্তী সেনাবাহিনীতে বয়ে যায় রক্ত বন্যা । সাধারন সৈনিকদের মধ্যেও সৃষ্টি হয় বিভক্তী , হাজার হাজার প্রান বদেও থামেনা বিদ্রোহ । এমনি হত্যাকান্ডের আড়ালে মেঃ জেঃ জিয়া তার ক্ষমতাকে স্থায়ী ভাবে রুপ দিতে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অর্থ ব্যয় করে গড়ে তোলেন রাজনৈতিক দল । প্রথমে গড়েন জাতিয়তাবাদী গণতান্ত্রীক দল (জাগদল) জাগদলকে জাগাতে ব্যর্থ হয়ে কিছুদিন পর আবার গঠণ করেন বাংলাদেশ জাতিয়তাবাদী দল (বাজাদল) । অবৈধ ক্রিয়ায় দখল সম্পত্তির যেমন মালিকানার বৈধতা পাওয়া যায়না অবৈধ শক্তির ভয় দেখিয়ে দখলসত্বও বেশীদিন ধরে রাখা যায়না ।

১৯৭৫ সালের আগষ্টে যারা অবৈধ পথে ক্ষমতা দখল করে আমাদের জাতিয় ঐক্য রাষ্ট্রের ধারাবাহিকতাও সংবিধানকে তছ নছ করেছে তাদের বিরুদ্ধে জীবিত কিংবা মরনোত্তর বিচার করে আবার সুদ্ধ পথে দেশ শাসনের সকল পথ উন্মোচিত করতে হবে । বাক স্বাধীনতার নামে যেমন ধর্মীয় অনুভুতিতে আঘাত দেওয়া নিষিদ্ধ,তেমনি আইন থাকতে হবে আমাদের ঐতিহাসিক মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত ৭১এর প্রতিটি বিষয়ের কার্য্যক্রমের উপর যেন পাকিস্তানি অনুচরেরা আর আঘাত হানতে না পারে । তাই খালেদা নিজামির জোট সরকার ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় ২০০৪ সালের ২৯শে আগষ্ট হাইকোর্ট সামরিক শাসক মেঃ জেঃ জিয়াউর রহমান কর্তৃক সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনি অসাংবিধানিক ও বেআইনি ঘোষনা করে সেই ঐতিহাসিক রায় প্রদান করেছেন ।

সেই রায়কে গভীর রাতে খালেদা নিজামির সরকার প্রধান বিচারপতিকে দিয়ে স্থগিত করেছিলেন এখন খালেদা-নিজামির সরকার নেই ,সেই প্রধান বিচারপতিও নেই তাই সেই রায়কে সরকার সম্মান করে সঠিক রায় বিবেচনা করে খালেদা নিজামির সরকারের কৃত আপিল প্রত্যাহার করলে বি এন পি তাদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে আপিলে তারা অংশ দাবি করে সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করেছেন । সারাদেশের আইনজীবি সমিতি গুলিও ঐক্যবদ্ধভাবে ঐতিহাসিক রায়ের পক্ষে আদালতে দাড়িয়েছেন ।

এমতাবস্থায় ২০০৫ সালের ২৯শে আগষ্টের হাইকোর্টের রায় বাংলাদেশের ইতিহাসে গণতন্ত্র বনাম সৈরতন্ত্রের উত্থান পতনের মাইল ফলক হয়ে থাকবে । বিচার বিভাগের ন্যায়দন্ডের পরিমাপও জেনে নিতে পারবে জনগণ চুড়ান্ত ঐ প্রত্যাশিত রায়ে । জনগণকে ও আদালত জানাতে বাধ্য ,সংবিধানের চারটি স্তম্ভ গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপক্ষতা ও জাতিয়তাবাদ এই চারটি স্তম্ভ আমাদের আধুনিক সংবিধানের মুল শক্তি ঐ স্তম্ভ সংকোচনের ক্ষমতা কোন সৈর সরকারের-ই নেই । কোন আদালতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষনা সংবিধানের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করার অর্থই দেশোদ্রোহিতা ! ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতার ঘোষনা, ১০ই এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীসভা গঠণ , ১৭ই এপ্রিল বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানী মুজিবনগরে মন্ত্রীসভার সপথ গ্রহনএসব কিছু বাঙ্গলীজাতির ও বাংলাদেশের অস্থিত্বের মাইল ফলক ।এসব নিয়ে যারা মাসি পিসি খেলেছেন এবং খেলতে চাইছেন তারা পাকিস্তানিদের ভাড়াটে দালাল এবং ৭১'র যুদ্ধে বিজয়ী বাঙ্গলীজাতির জন্ম শত্রু । আসুন দলমত নির্বিশেষে রুখে দাড়াই ১৪শত মাইল দুরের শকুনেরাযেন আমাদের ভুমিতে তাদের বংশ বৃদ্ধি করতে নাপারে । বর্তমান পৃথিবীর ষষ্ঠ বৃহত্তর জাতি যেন শ্রেষ্ঠ জাতি সত্বায় তাদের স্থান করে নিতে পারে । বিদেশী শত্রুর ইশারায় রাজনীতি ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যেন সামরিক সৈরাচারের পদদলিত নাহয় ।